প্রথম আলো

9 NOV 2012

তারিখ .....
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ .....

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মতবিরোধে শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

শিক্ষক পদপ্রার্থী নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী-বামসমর্থিত নীল দল ও বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি অ্যান্ড ফার্মাকোলজি বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ-প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ওই বিভাগের দুটি প্রভাষক পদে নিয়োগের সাক্ষাৎকার ছিল। সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) নাসরিন আহমাদের সভাপতিত্বে কমিটিতে ছিলেন ফার্মাসি অনুষদের ডিন আ. ব. ম ফারুক, বিভাগের চেয়ারপারসন ফরিদা রহমান ও শিক্ষক আবুল হাসনাত এবং ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগের চেয়ারপারসন আবু সারা শামসুর রউফ।

সূত্র জানায়, দুটি প্রভাষক পদের বিপরীতে ১১ জন প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে গতকাল সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন নয়জন প্রার্থী।

সাদা দল-সমর্থিত শিক্ষক আবুল হাসনাত *প্রথম আলোকে* বলেন, মেধাক্রম ও ভালো সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে অভিজিৎ দে (অনার্সে পঞ্চম, মাস্টার্সে দ্বিতীয়) এবং মুহম্মদ শাহাদাত বিন সাঈদ (অনার্সে তৃতীয়, মাস্টার্সে চতুর্থ) নিয়োগ পাওয়ার কথা। কিন্তু তা না করে নীল দল-সমর্থিত শিক্ষকেরা টুম্পা দাশগুপ্ত (অনার্সে ২১তম, মাস্টার্সে ১ম) এবং অভিজিৎকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন।

শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আ. ব. ম ফারুক বলেন, আবুল হাসনাত তাঁর এক ছাত্রকে নিয়োগ দেওয়ার অযৌক্তিক দাবি করেন। তিনি মাস্টার্সে রেকর্ড পরিমাণ সিজিপিএ পেয়ে প্রথম হওয়া প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকেন। নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে 'নোট অব ডিসেন্ট' দিতে বলা হয়, কিন্তু তিনি তা না করে অস্বাভাবিক আচরণ করেই যাচ্ছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই নিয়োগ-প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়।

কমিটি সূত্রে জানা যায়, কমিটির পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে চারজন একই মত দিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে সহ-উপাচার্য নাসরিন আহমাদ বলেন, 'আমার মনে হয়েছে আজ কোনো সিদ্ধান্ত জানাব না, তাই স্থগিত করেছি। পরবর্তী সময়ে সভা ডেকে আবারো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'